দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

206

## "নামগোত্রহীন শিক্ষাগুরুদের সমাচার দর্পণ" প্রসঙ্গে

গত ২২-১০-৮৮ সংবাদ-এ ওপরে শিরোনামে প্রকাশিত অনিরুদ্ধ-এর উপসম্পাদকীয় পড়ে খুব দুঃখ পেলাম। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যে সব অশ্লীল প্রচার পত্রিকা বের করা হয়েছে তা উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনকে কোনমতেই গৌরবমণ্ডিত করবে না। দেশবাসী এবং সভ্য সমাজ এটাকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করে। তবে এটাও ঠিক যে, অনেক সময় দেখা যায় এসব ব্যক্তিই উপরিমহল দ্বারা পুরস্কৃত হয় এবং এদের দিয়েই শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অশুভ প্রয়াস চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, সম্প্রতি কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন একজন বিতর্কিত শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয় যাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কিছু কাজ করার জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটই দু'দু'বার তিরস্কার করেছে। শুধু তাই নয়, ঐ শিক্ষক তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে এতো নোংরা বেনামী লিফলেট ছেড়েছে যে, তাকে দীর্ঘদিন শিক্ষকগণ সামাজিকভাবে বর্জন বা বয়কট করেছিলেন। এসব খবর পত্রিকায়ও উঠেছিল। '৮৩ সালের একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ঐ শিক্ষকের মানসিক চিকিৎসার দাবী জানিয়ে শতাধিক শিক্ষক তদানীন্তন উপাচার্যের সাথে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে দেখা করার খবর উঠেছিল। এরপরও যদি একজন শিক্ষককে সকল শিক্ষকের মাথার ওপর বসিয়ে দেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি প্রতিষ্ঠানের উপাচার্য নিয়োগ করা হয় তাহলে দোষটা কার, সমাজের না সরকারের, না শিক্ষকদের?

আবদুস সোবহান চৌধুরী,
১১৯, সাগরিকা রোড, পাহাড়তলী
চট্টগ্রাম।

## কলেজের সরকারী 'অনুমোদন চাই'

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় অন্ততঃপক্ষে একটি করে সরকারী বা বেসরকারী কলেজ রয়েছে। অনেক উপজেলায় বেসরকারী উদ্যোগে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই দ্রুত সরকারী অনুমোদন পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দু' বছর পূর্বে ১৯৮৬ সনে বারহাট্টা কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও অদ্যাবধি কলেজটি সরকারী অনুমোদন পায়নি। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে এ কলেজ থেকে ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৯৮৮ সনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয় (মোহনগঞ্জ ডিগ্রী কলেজের অধীন)। বর্তমানে এ কলেজে ১ম ও ২য় বর্ষের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ জন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রতি শিক্ষাবর্ষেই ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একজন অধ্যক্ষসহ মোট ৭ জন অধ্যাপক রয়েছেন। কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর মানবিক ও বাণিজ্য এ দু'টি বিভাগ রয়েছে। উপযুক্ত সরঞ্জামাদি, শিক্ষক ও গৃহের বন্দোবস্ত করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিভাগও খোলা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সরকারী অনুমোদন ব্যতীত এর কোনটারই পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ কলেজটির স্থায়িত্ব এখনও অনিশ্চয়তার ওপর ঝুলছে।

তাই এ ব্যাপারে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন, বারহাট্টা কলেজকে অবিলম্বে সরকারীভাবে অনুমোদন করা হোক।

মৃণালকান্তি চক্রবর্তী
২য় বর্ষ, মানবিক বিভাগ
বারহাট্টা কলেজ, বারহাট্টা
নেত্রকোনা।